সংস্কৃতি

বহির্ভারতে রামায়ণী সভ্যতার বিকাশ ও প্রভাব: কাম্বোডিয়া

অনিতা বসু
লোকশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

ভারতের বাইরে যে-কয়টি দেশে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল তার মধ্যে, আধুনিক কাম্বোডিয়া—যার প্রাচীন নাম 'কম্বোজ দেশ', ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। হিন্দু সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উন্নত ভাস্কর্য, স্থাপত্যশৈলী ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল এই দেশটিতে। এত উচ্চ শাসন-প্রণালী ও সংস্কৃতজ্ঞ রুচিশীলতা এই দেশটিতে মিশেছিল একটি সময়ে, যা আজকের যুগে বসে বোধকরি নতুন প্রজন্ম বুঝতেও পারবে না। যদিও বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় চোখের সামনে সেই প্রাচীন ইতিহাসকে দেখার উপায় আছে। কাম্বোডিয়া বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানান যুদ্ধে বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দীর্ণ একটি দেশ; কিন্তু প্রতিবেশী এই দেশটির আরো অন্য রূপ আছে। কাম্বোডিয়া মানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হিন্দুমন্দির—আঙ্কোরভাট; কাম্বোডিয়া মানে এক অপূর্ব 'রামায়ণ' ভাস্কর্যের দেশ; কাম্বোডিয়া মানে এক অতি উচ্চ চতুর্মুখ পুরুষের মূর্তি, অসংখ্য মন্দির, অপ্সরা নৃত্য, বিশাল জলসেচ-প্রণালী, অসংখ্য আরোগ্যশালা, জনহিতকর সম্রাট ও সাম্রাজ্যের কাহিনী। শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, সেই চলার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আমরা। নয়টি দেশের মধ্যে বাকি আছে দুটি দেশ। একটি কম্বোজ (কাম্বোডিয়া), আর-একটি হলো ব্রহ্মদেশ (বার্মা)।

যে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক আমরা ভারতীয়রা, তার অধিকাংশই আজ হারিয়ে যাচ্ছে বা জানতে পারছে না সকলে। যে-ইতিহাস জানলে দেশাত্মবোধ, সংস্কৃতি-মনস্কতা, উন্নত চরিত্র তৈরি হতো—ঠিকমতো সে-ইতিহাস আমরা জানলাম না! তাই 'বাখামরুজ'-এর কলঙ্কে কলঙ্কিত কাম্বোডিয়াকে যতটা জেনেছি, ততটাই অন্ধকারে আছি জয়বর্মন, যশোবর্মন, ইন্দ্রবর্মন-এর সত্য বীরগাথার বিষয়ে। জানিনি 'শিবসোমা'র নাম, যিনি আচার্য শঙ্করের চরণতলে বসে দীর্ঘদিন অদ্বৈতবেদান্তের শিক্ষা নিয়ে সেই ঐতিহ্যকে প্রচার করেছিলেন কম্বোজের মাটিতে। জানতে পারিনি এই দেশের মাটিতে 'শ্রেষ্ঠপুরা' বলে একটি জায়গাতে হাজার হাজার মানুষ আজও আসে 'কুরুক্ষেত্র' তীর্থ দর্শন করতে। আরো জানতে পারিনি, এদেশের মহাকাব্যের নামও 'রামাকের' বা 'রামাকৃতি'।

সেই একই কাহিনী, সেই তিন-চারটি মূল চরিত্র—শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী ও হনুমান, কী আশ্চর্যজনকভাবে অবলীলাক্রমে আজও কম্বোজের সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। এই লেখার মধ্য দিয়ে সেই না-জানা বা অজানা কিছু তথ্য পরিবেশিত হলো। ভাবিকালের কোন পাঠক নিশ্চয়ই আরো খুঁজে দেখবেন, আরো তথ্য জানাবেন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, বিদেশে এসে কী করছ? একটা কথাই মা মুখ দিয়ে বলান—ভারতকে খুঁজছি। সত্যিই তাই। অহরহ, প্রতি মুহূর্তে স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতকে খুঁজি। দেশের বাইরে এসে তাই সেই খোঁজেই চলি। শেষ পর্বের এই পথ চলায় মা কী দেখান তাই দেখি।

কাম্বোডিয়া বা কম্বোজের রামায়ণ-চর্চার কথা লিখতে গেলে প্রথমেই কিছুটা ইতিহাসের কথা লিখতে হয়। কাম্বোডিয়ার প্রাচীন কাহিনীতে সূর্যবংশীয় এক নৃপতির উল্লেখ আছে, যাঁর নাম ছিল 'কম্বু'। 'মেরা' নামে এক অপ্সরাকে বিবাহ করেন তিনি। তাঁদের সন্তানরা পরিচিত হন 'কম্বুজ' নামে। ভারতের ইতিহাসে কম্বোজের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে চীন দেশের ইতিহাসে কম্বোজের বিশাল ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেই ইতিবৃত্ত থেকে এবং কম্বোজের হিন্দু রাজারা যে সুচিন্তিত 'লেখ' অর্থাৎ Inscription তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন কম্বোজ রাজ্য মেকং নদীর তটে ছিল। এই মেকং নদী সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মা গঙ্গারূপেই সম্মানিত। কম্বোজ ও চেনলা—দুটি রাজ্যকেই তখন একটি দেশরূপে দেখা হতো। মেকং নদীর উপত্যকা, পশ্চিমে ক্যাম্পোট, পূর্বে স্যাভয়-রিয়েং এবং থ্বং-খ-মুন বা থোবং-খমুম নিয়ে ছিল প্রাচীন

Scanned with CamScanner

কাম্বোডিয়া। চীনা পরিব্রাজকদের লিপিবদ্ধ ইতিহাস থেকে জানা যায়—চীনারা কম্বোজ, শ্যামদেশকে একত্রে 'ফুনান' বলেই অভিহিত করত। এই ফুনানের শাসক ছিলেন একজন রমণী। পরবর্তিকালে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ দেবতাদের নির্দেশে দৈবস্বপ্নে লব্ধ একটি ধনুক নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করেন এই প্রদেশে। সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন ধনুকের দ্বারা তিনি ফুনানের রানীকে পরাজিত করে বিবাহ করেন এবং এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন। এই ব্রাহ্মণ সন্তানকে 'হুয়েন-তিয়েন' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যিনি 'কৌণ্ডিন্য' নামেই সুবিখ্যাত ছিলেন। ভারতের মহীশূর অঞ্চলে দ্বিতীয় খ্রিস্টীয় শতকের একটি লিপিতে এক ব্রাহ্মণ শ্রেণির উল্লেখ আছে, যারা 'কৌণ্ডিন্য' গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নামে উল্লিখিত। এই 'কৌণ্ডিন্য'কে ঐতিহাসিকরা আদি কৌণ্ডিন্য বলে মনে করেন। এই কৌণ্ডিন্যের বংশধরেরা 'ফান-চান' রাজবংশরূপে পরিচিত এবং তাঁরা প্রায় খ্রিস্টীয় ২৮৭ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। চীনা রাজ-ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, ফুনান বা আদি যুগের কম্বোজ থেকে বহুবার রাজদূত চীন দেশে পাঠানো হয়েছিল। ২৪৩ থেকে ২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫-৬ বার দূতদের আদান-প্রদান হয় দুই দেশের মধ্যে। এই বিবরণ থেকে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য কথা জানা যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। এই সময়ের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন 'ফান-চান' (কাঞ্চন?)। তিনি ২৪৩ খ্রিস্টাব্দে একই সাথে চীনে ও ভারতে দূত পাঠান। তিনি 'সু-বু' নামে এক আত্মীয়কে ভারতবর্ষে পাঠান। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেই রাজদূত বিখ্যাত তক্কোল বা টিউ-কিউলি বন্দর থেকে রওনা হয়ে ভারতের গঙ্গার মোহনায় পৌঁছান এবং প্রায় ৭০০০ লি (এক লি অর্থাৎ এক মাইলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) নদীপথে দেশের অভ্যন্তর ভাগে গিয়ে রাজার দর্শন পান। সেই রাজা দুজন ভারতীয় দূত ও চারটি তেজস্বী ঘোড়া দান করেন কম্বোজের দূতকে। তিনি প্রায় চারবছর ভারতবর্ষে থেকে কম্বোজ ফিরে আসেন। ইতিহাসের ক্রম অনুসারে বিচার করলে এই সময়ে ভারতবর্ষের গঙ্গা-তীরবর্তী বিখ্যাত সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন গুপ্ত সম্রাটরা। এই আদান-প্রদান পরবর্তিকালে আরো বৃদ্ধি পায়। এরকম বহু তথ্য পাওয়া যায় চৈনিক রাজদূতের বিবরণ থেকে। বইটির নাম *Book of Liang*; লেখক Yao-Sillian—যিনি Jian Zhi নামেও পরিচিত ছিলেন। এই মানুষটি চীনের দুটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশের ইতিহাস-প্রণেতা—সুঙ্গ ও তাং বংশ। তাঁর বাবা Yao-Cha প্রথম এই কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু লেখা

সম্পূর্ণ করেছিলেন Yao-Sillian। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই বইটি সম্পূর্ণ হয়। চৈনিক ইতিহাসের যে বিখ্যাত *The Twenty-four Histories Canon* আছে, সেখানে এই বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। প্রাচীন কম্বোজ, ফুনান, কৌণ্ডিন্যের কথা আর-একটি বিশেষ শিলালেখ বা Inscription-এ পাওয়া যায়। কম্বোজের প্রতিবেশী দেশ চম্পা, যা আধুনিক ভিয়েতনাম-রূপে পরিচিত, সেই চাম বা চম্পাও ছিল ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম আকরকেন্দ্র। সেখানে My-Son বলে একটি জায়গায় বিশাল এক মন্দির-প্রাঙ্গণ ছিল, যা ভদ্রেশ্বরা শিবের মন্দিররূপে অতীতে খুবই বিখ্যাত ছিল। এটি বর্তমানে UNESCO-র রক্ষণাবেক্ষণে আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, এই মন্দির-প্রাঙ্গণ হয়তো

Scanned with CamScanner

আঙ্কোরভাট মন্দিরের যা বিস্তার তার থেকেও বড় ছিল। এখানে একটি বিখ্যাত শিলালেখ পাওয়া যায়, সেটি My-Son Inscription নামে সুপরিচিত—রাজা ভদ্রবর্মনের শিলালেখ নামেও বিখ্যাত। এটিও বর্তমানে UNESCO-র World Heritage site-এর অধীনে সুরক্ষিত। আমেরিকা যখন ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্পেট বম্বিং করেছিল, তখন চতুর্থ শতকের এই বিশাল সুন্দর মন্দির-প্রাঙ্গণটি বহুলভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এখানে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে ৭০টিরও অধিক হিন্দুমন্দির ছিল। এই চম্পা রাজ্যের রাজারা কম্বোজে ভারতের বিজয়গাথার কথা জানতেন। তাঁরা উল্লেখ করে রেখেছেন সে-কাহিনী। ফুনানের ইতিহাসে ৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে আর-একজন হিন্দু রাজদূতের উল্লেখ আছে, যাঁকে চৈনিক ঐতিহাসিকরা 'চন্তন' বলেছেন, খুব সম্ভবত 'চন্দন'-এর অপভ্রংশ রূপ। ফরাসী গবেষক ও পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির লেখা থেকে জানা যায়, এই ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিজেকে ফুনানের রাজা বলে উপাধি ধারণ করেছিলেন। পণ্ডিত লেভি মনে করেন, ইনি সম্ভবত কুষাণ বা গুপ্ত বংশের মানুষ।

সেসময় কম্বোজে একপ্রকার রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল, সিংহাসনের দাবিদারও অনেকে ছিলেন। এমন অবস্থায় শাসনক্ষমতার অধিকারী হন দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্য। 'লিয়াও' রাজবংশের ইতিহাস এই তথ্য সমর্থন করে। ভারতের অধিবাসী ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য খুব দক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন। ফরাসী ঐতিহাসিক জর্জ সয়ডেস (Coedes) মনে করেন, যখন সমুদ্রগুপ্তের শক্তিতে পল্লব রাজবংশের পতন হয় তখন বহু পল্লব বংশীয় রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ এই নতুন দেশে এসে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সভ্যতা প্রচার করেন। কৌণ্ডিন্য বংশের উত্তরাধিকারীরাই ধীরে ধীরে 'বর্মন' নামধারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজা হয়ে ওঠেন। শুরু হয় কম্বোজের নতুন ইতিহাস। 'খমের' জাতি বলে পরিচিত এই শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত, সংস্কৃতমনস্ক, দেবভাষায় পারদর্শী মানুষগুলি গড়ে তোলে এক সুন্দর সভ্যতা। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য 'আঙ্কোরভাট' সৃষ্টি হয় কম্বোজে। এই কম্বোজ থেকে চতুর্দিকে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছিল। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক মতবাদ, দেবদেবীর মাহাত্ম্য, পূজা-পার্বণ সবই প্রচলিত হয় এখানে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠ ছিল নিত্যকর্মের মধ্যে; যে-লিপিতে লেখা হতো তাতে ভারতীয় লিপি মিশ্রিত ছিল। বেদ, উপনিষদ, বেদাঙ্গে পারদর্শী বহু ব্রাহ্মণ ও গুণিব্যক্তির নিবাস ছিল কম্বোজে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশের রাজাকে দেবতারূপে পুজো করার যে-ধারা আজও অব্যাহত, তার বিশেষ সূচনা হয় কম্বোজে—'দেব-রাজা' রূপে। 'হরিহর'-এর যে জনপ্রিয়তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তার মূল প্রোথিত আছে এই 'দেব-রাজা' রূপের মধ্যেই। শিব ও বিষ্ণু প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন। বৌদ্ধপ্রভাব এসেছে পরবর্তিকালে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কম্বোজের রাজারা হিন্দুধর্মের ব্যাপক বিস্তার করেছিলেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রজানুরঞ্জক সদ্‌গুণাশ্রিত রাজা হওয়ার একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এঁদের মধ্যে। একসময়ে লাওসের 'ভাটফু' অঞ্চল খমের সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। খমের রাজা শ্রুতবর্মন এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাসাদ নির্মাণ করান, যা 'শ্রেষ্ঠপুরা' নামে সুবিখ্যাত ছিল। যখন লিঙ্গপর্বতে এই মন্দির দর্শনে যাই, গাইড দেখিয়েছিলেন সেই রাস্তাটি—যেটি খমের রাজা তৈরি করিয়েছিলেন দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথ যাওয়ার জন্য। কালের প্রভাবে আজ তা জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্যপথ, কিন্তু আজও সেই পথ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় কম্বোজে।

ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্মাচরণ, কলানৈপুণ্য যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কম্বোজের সঙ্গে মিশ্রিত তা আমরা দেখতে পাই। আর তার ফলে রামায়ণ, মহাভারতের প্রভাবও এসেছিল গভীরভাবে। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে এর বিস্তৃত উদাহরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালেখে। এই শিলালেখ বা Inscriptionগুলি থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র বাহ্য আকারে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে অনুসরণ নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের সাধনরূপেও ভারতীয় সভ্যতা গৃহীত হয়েছিল। এগুলির মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, "বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্বক ধর্মজীবন আশ্রয়ের আদর্শ, পুনর্জন্ম ও পৃথিবীর দুঃখকষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং পরলোকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়াই জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য।" (কম্বোজের হিন্দু সংস্কৃতি—রমেশচন্দ্র মজুমদার)

কম্বোজের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—তিনভাগে যদি বিভক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে, আদি ও মধ্য দুই পর্বেই ভারতের প্রভাব প্রচুর। কাম্বোডিয়ার

Scanned with CamScanner

ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই দেশটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় প্রথম থেকেই এখানকার হিন্দু রাজারা বহু শিলালেখে তাঁদের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—যাকে বলা যায় একেবারে পাথুরে প্রমাণ। মন্দিরগাত্রে, শিলালেখে এবং মূর্তির সঙ্গে খোদিত এইসকল লিপিবদ্ধ ইতিহাসের বর্ণনার প্রায় মুখ্য অংশ সংস্কৃতে লিখিত। সর্বপ্রথম আদিপর্বের যে-লেখগুলিতে ফুনান, কৌণ্ডিন্য বা কম্বু মুনির কম্বোজ বংশ সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেগুলি হলো 'না-ত্রাং' (Nha-Trang)-এ পাওয়া তৃতীয় শতাব্দীর

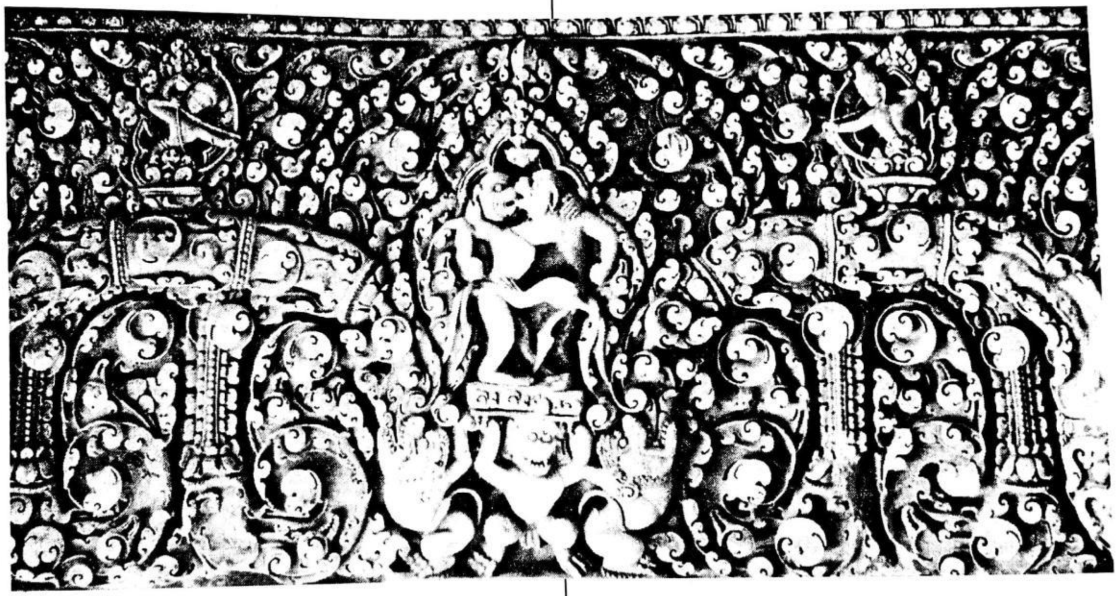

Vo-Canh—'ভো-চান্' বা 'ভো-কানহ' শিলালেখ, 'মাই-সন' শিলালেখ (৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের) এবং 'থাপ-মাওই' (K^5,Tháp Muói) শিলালেখ—যা বর্তমানে 'Museum of Vietnamese History' হো-চি-মিন শহরে সংরক্ষিত আছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১২৫০টিরও অধিক শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে ফরাসী গবেষক, প্রত্নতত্ত্ববিদদের অসামান্য অবদান। আর-একটি গবেষণা সংস্থা 'EFEO' ('E'cole Francaiśe d' Extreme-Orient) ১৯০৩ থেকে যে-বুলেটিনগুলো প্রকাশ করেছিলেন, তার থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশেষত কাম্বোডিয়া, লাওসের ইতিহাস ও সত্য তুলে ধরার পিছনে যে ফরাসী মানুষগুলির বিশেষ অবদান, তাঁরা হলেন লুইস ফিনোত (Louis Finot), জর্জেস মাসপেরো (Georges Maspéro), জর্জ সয়ডেস (Georges Coedes), সিলভাঁ লেভি (Sylvain Lévi) প্রমুখ। এছাড়াও চৈনিক রাজদূত ঝৌ-ডাগুয়ান এবং ইয়াও-সিলিয়ানের ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ তথ্য এই দেশটির ইতিহাস অনুসন্ধানের বিশেষ সহায়ক। এছাড়াও আরো বহু ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখক বর্তমানে এবিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এব্যাপারে বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখেন। তিনি এবিষয়ে বহু অনুসন্ধান করেছেন এবং একটা বিষয় দেখে খুব ভাল লাগে যে, তাঁর অবদানের স্বীকৃতি তাঁকে বিদেশের প্রায় সব গবেষকই দিয়েছেন। এছাড়াও আরো তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন জে. এফ. স্টল (J. F. Stall), জেন-মাইকেল ফিল্লিপি (Jean-Michel Fillipi) প্রমুখ।

কম্বোজ দেশের এই সংস্কৃত লেখগুলির গুণগত উৎকর্ষ এতটাই ছিল, যা আজও ভাষার সৌন্দর্যের জন্য গবেষকদের মুগ্ধ করে। এবিষয়ে জে. এফ. স্টল বলেছেন: "The Vocanh inscription is written in regular Sanskrit prose, and most of the inscription from Cambodia are written in more correct form of Sanskrit than that which is used in some of the

Scanned with CamScanner

inscriptions from India. The reason for this may be that the Cambodians learned Sanskrit from grammar books and not from native speakers." উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত ভাষার চর্চা যে-দেশটিতে ছিল, সেই দেশে ভারতীয় সনাতন বৈশিষ্ট্যও আরো অনেক ছিল। 'সদক কোক থম', 'প্রে খান' এবং 'তা প্রোম' শিলালেখ থেকে এরূপ বহু বিষয় জানতে পারা যায়। রাজা যশোবর্মন, রাজা রাজেন্দ্রবর্মন, দেব-রাজা জয়বর্মনের শিলালেখ থেকে জানতে পারা যায় যে, এদেশে বহু নগর ছিল; যাদের নাম সবই ভারতের অনুসারী, যেমন—তাম্রপুরা, জ্যেষ্ঠপুরা, বিক্রমপুর, উগ্রপুর প্রভৃতি। আবার অনেক নগরের নামকরণ প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামানুসারেও হয়—শ্রেষ্ঠপুরা, ভরপুর, ঈশানপুর প্রভৃতি।

নগরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল তাও জানা যায় এখান থেকে। কম্বোজ দেশের রাজ্যশাসন পদ্ধতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল। অতি উচ্চমানের জলসেচ ব্যবস্থা, বিশাল বিশাল জলাধার, বহু অতিথিশালা, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়ে পূর্ণ ছিল এই দেশ। জনসাধারণের হিতকারী বহু প্রতিষ্ঠান রাজারা নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১১৮৬-র 'Ta Prohm' শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, সম্রাট জয়বর্মন বহু আরোগ্যশালা, বিপ্রশালা, পুস্তকাশ্রম, সত্র যেমন নির্মাণ করিয়েছিলেন, তেমনি উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর রাস্তা নির্মাণ। ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব কাম্বোডিয়ার 'Say Fong' Inscription থেকে আমরা পাই—"...The King established a network of roads linking Angkor Thom with Champa (Vijaya-Binh Dinh, Vietnam) and with Phimai. Along these roads he erected 121 Rest houses one very 15 kilometers. These included—

1. from Angkor Thom to Champa—57 rest houses.

2. from Angkor Thom to Phimai—17 rest houses.

3. Along other routes—47 rest houses."

তিনি ১০২টি হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মীয় আচরণ ও নৈতিক জীবনযাপনের বর্ণনায় পাই—"পৌরাণিক হিন্দুধর্ম কম্বোজে বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।... শৈবধর্মই সর্বপ্রধান ছিল, কিন্তু বিষ্ণুপূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন নামে শিব-বিষ্ণুর যুগ্মমূর্তি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।... ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ধর্মের মূল উপাদান ছিল।... ব্রাহ্মণেরা বেদ, বেদাঙ্গ, সামবেদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাজগণ ও মন্ত্রীরা ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।... উপনিষদের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিও প্রচলিত হইয়াছিল।... প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ পাঠের বন্দোবস্ত ছিল এবং এই পুঁথিগুলি মন্দিরে দান করা পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করা হইত।... বিভিন্ন দর্শন, ন্যায়, অর্থশাস্ত্রের চর্চা হতো। পাণিনির ব্যাকরণ, মনুস্মৃতি, সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র, তথা বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র এবং বিশালাক্ষর নীতিশাস্ত্রের উল্লেখও এখানে আছে।" 'প্রিয়রূপ' শিলালেখ থেকে রামায়ণ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশের কাহিনীগুলিতে যে-শিক্ষা এবং সু-আচার-আচরণগুলি ছিল তা অনুসৃত হতো। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যের জনপ্রিয়তাও ছিল প্রচুর।

রামায়ণী সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে প্রাচীন কম্বোজের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এসে পড়ল, আসলে ইতিহাসকে অস্বীকার করে তো জীবন চলতে পারে না। তাই কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যিক; শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই মহান ঐতিহ্যময় দেশগুলির ইতিহাস যখন সারা বিশ্বের মানুষ দেখতে আসে, জানতে চায় তখন তো প্রকারান্তরে ভারতকেই দেখে। আজ লক্ষাধিক ভ্রমণার্থী, বহু গবেষক এবং আরো নানান কর্মকুশলী মানুষের কাছে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তো ভারতের ঐতিহ্যকেই পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের শিল্পীরা যে মহান কীর্তি শ্যাম-কম্বোজ দেশে করে রেখেছেন, এ তো তারই মহান গাথা। রামায়ণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে কম্বোজের রাজারা আঙ্কোরভাট, আঙ্কোরথম, বেয়ন-এর মন্দিরগাত্রে যে ব্যসরিলিফের অদ্ভুত সুন্দর রূপ খোদাই করিয়েছিলেন, সেই অনুপম ভাস্কর্যের চর্চা আজ সারা বিশ্বে হয়ে চলেছে; তার মধ্য দিয়ে তো ভারতবর্ষের জয়গাথাই পৌঁছে যাচ্ছে দশ দিশায়! [ক্রমশ]

Scanned with CamScanner